২

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 21 NOV 1998
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

অভিযুক্ত নট্রামস পরিচালক

বিধিবহির্ভূত ব্যয় ৪ কোটি টাকা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বগুড়া, ২০শে নভেম্বর।– বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'এইচএসসি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা কোর্স' প্রকল্পের প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা বিধিবহির্ভূতভাবে ব্যয় করা হয়েছে। এ ঘটনার সাথে জড়িত প্রকল্প পরিচালক আবদুল মান্নান সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ১ বছরেও কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত একটি সভার বিবরণী ও তদন্ত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, দেশের ১শ' ৯টি প্রতিষ্ঠানে ঐ প্রকল্প চালু করতে কম্পিউটার, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ক্রয়সহ অন্যান্য খরচ মেটানোর জন্য ১৯৯৫–৯৬ অর্থবছরে 'জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি

ব্যয় ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৫

ব্যয় ঃ ৪ কোটি টাকা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি' (নট্রামস) ও প্রকল্প পরিচালক আবদুল মান্নান সরকারের সরকারি ব্যাংক হিসেবে ২ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক উপসচিব (কারিগরি) এই অর্থ ব্যয়ে সরকারি বিধি লংঘনের বিষয়টি তদন্ত করে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছেঃ নট্রামস ও প্রকল্প পরিচালক ডিডিও হিসেবে দু'টি বিলের মাধ্যমে ২ কোটি টাকা জেলা হিসাব রক্ষণ অফিস থেকে তার হিসেবে নিয়ে যান এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিধিবহির্ভূতভাবে ব্যয় করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি প্রমাণ উত্থাপন করতে গিয়ে বলেছেন, পরিচালক ২ কোটি টাকা খরচের খাতওয়ারি যে বিবরণ দিয়েছেন তার সঙ্গে বেতন রেজিস্টারে খরচের বিবরণের কোন মিল নেই। অভিযোগ আছে, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য বরাদ্দ করা টাকা থেকে বিধিবহির্ভূতভাবে বকেয়া বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

১৯৯৭ সালের ২১শে আগস্ট নট্রামস বোর্ড অফ গবর্নর্সের ১৫তম সভায় নট্রামস পরিচালক জানান, সরবরাহকারীদের ৪ কোটি ৫৭ লাখ ৬০ হাজার টাকা বকেয়া বিল পরিশোধ করতে হবে। অর্থ বরাদ্দ ও সরকারি মঞ্জুরি না থাকা সত্ত্বেও পরিচালক ঐ বিপুল অংকের টাকার কার্যাদেশ দিয়ে জিনিস কিনে সরকারি বিধিবহির্ভূত কাজ করেছেন বলে সভায় উপস্থিত সদস্যরা অভিমত ব্যক্ত করেন। এই বিপুল অংকের টাকা ব্যয় করায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখন প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, যা পরিশোধ করার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় সঠিক কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। তবে পরিচালককে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে মন্ত্রণালয়ের কিছু কর্মকর্তা–কর্মচারী বিভিন্ন কায়দা বের করার চেষ্টা করছেন। পাওনাদাররা শিক্ষা–সচিবসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

নট্রামস পরিচালকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও আর্থিক অনিয়ম করার অনেক ঘটনা অনেক আগেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নজরে এসেছে, এর প্রমাণ পাওয়া যায় সাবেক শিক্ষা সচিব এএইচএম আবদুল হাই '৯৬ সালের ১৫ই জুন (স্মারক নং–শিম–৫/বিবিধ–২০–৯৬–৪১০) যে অভিযোগনামা তৈরি করেন তার প্রথমেই বলা হয়েছেঃ নট্রামস পরিচালক একের পর এক অনিয়ম এবং দুর্নীতির সাথে জড়িত রয়েছেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

নট্রামস পরিচালকের আর্থিক অনিয়মসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তশেষে রাষ্ট্রপতির অনুমতিক্রমে তার বিরুদ্ধে '৮৫ সালের (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালায় বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় (স্মারক নং–শ–৫/বিবিধ–২০/৯৬); কিন্তু মামলাটির নথিপত্র বেশ কিছুদিন হলো মন্ত্রণালয়ে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে শত শত কম্পিউটার, টাইপরাইটার মেশিন বাকিতে কেনা হয়েছে তার গুণগত মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ইস্টার্ন টাইপরাইটার কোম্পানি এবং বাংলাদেশ ট্রেডার্স লিঃ ও অন্যান্য কম্পিউটার ফার্মগুলো তাদের বকেয়া টাকা পেতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে কয়েক দফা আবেদন করেছে; কিন্তু তাদের টাকা তারা এখনো পায়নি। বাংলাদেশ টাইপরাইটার ও বাংলাদেশ ট্রেডার্স–এর কাছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেনা প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা। এ বিপুল অংকের টাকা বিধিবহির্ভূতভাবে ব্যয় করায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় নট্রামস পরিচালকের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে; তাহলো ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা প্রকল্প পরিচালক পদ থেকে অব্যাহতি। কিন্তু এখনো আবদুল মান্নান সরকার নট্রামসের পরিচালক হিসেবে রয়েছেন এবং নট্রামসের জন্য বরাদ্দ করা সরকারি অর্থ ব্যয় করতে পারেন আগের মতোই।